যুগান্তর

তারিখ 27 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

সৈয়দ আবুল মকসুদ

ফিদেল কাস্ত্রো ও বাংলাদেশ

অনেক দিন থেকেই বয়সের কারণে শারীরিকভাবে অক্ষম ছিলেন ফিদেল কাস্ত্রো। কিন্তু তার উপস্থিতি ছিল বিশ্বের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে তিনি ছিলেন সফল নেতৃত্বের প্রতীক। বাঙালি নেতাদের সঙ্গেও তার পরিচয় ছিল। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারিতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আফ্রো-এশীয়-আমেরিকান গণসংহতি সম্মেলনে অংশ নিতে হাভানা গিয়েছিলেন ৬ সদস্যবিশিষ্ট পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে। তখন মওলানা ভাসানীর সঙ্গে কাস্ত্রোর কথা হয়। মওলানা ভাসানী তার সঙ্গে কথা বলে উজ্জীবিত হয়েছিলেন। এবং পূর্ব বাংলায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হবে সেই প্রত্যয় তার দৃঢ় হয়েছিল।

কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ ১৯৬৫ সালে ইউনিসেফের এক প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে কিউবা সফরে যান। সেখানে তিনি মহান বিপ্লবী চে গুয়েভারা ও ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে করমর্দন করে রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন, সে কথা তিনি তার বন্ধুদের গর্ব করে বলতেন। মওলানা ভাসানী ও সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ কাস্ত্রোর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কাস্ত্রো ছিলেন বাংলার মানুষের পক্ষে। স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে তিনি তার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছিলেন। পাট কিনতে চেয়েছিলেন বাংলাদেশ থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগালের মধ্যে থেকেও তিনি মার্কিনিদের রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করেছেন।

কাস্ত্রো ছিলেন বিশ্বের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের একজন অকৃত্রিম বন্ধু, বিশেষ করে ছোট ও দুর্বল দেশের কাছে তিনি ছিলেন সেই সংগ্রামী নেতৃত্বের প্রতীক, যারা আধিপত্যবাদী শক্তিকে অগ্রাহ্য করে স্বাধীন সত্তা রক্ষা করতে চায়। বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক শিবিরের তিনি ছিলেন এক অবিসংবাদিত নেতা। তার মৃত্যুতে পৃথিবী হারিয়েছে একজন মহান বিপ্লবীকে। বাংলাদেশ হারিয়েছে তার অকৃত্রিম বন্ধুকে, শোষিত-নিপীড়িত মানুষ হারিয়েছে তাদের একজন স্বজনকে। ফিদেল কাস্ত্রোকে জানাই অভিবাদন।

সৈয়দ আবুল মকসুদ : *লেখক ও গবেষক*

সাইফুল হক

এক মহান বিপ্লবীকে হারালাম

কিউবার বিপ্লবের মহান নেতা কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো ৯০ বছর বয়সে শনিবার মারা গেছেন। ৯০ বছর বয়সের এই মৃত্যু আকস্মিক না হলেও এটা অবশ্যই গভীর শোক ও বেদনার। ১৯৫৯ সালে নিজের সহযোদ্ধাদের নিয়ে তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রপন্থী সরকারের বিরুদ্ধে কিউবাতে বিপ্লব করেন কাস্ত্রো।

তারপর গত ৫৬-৫৭ বছর ধরে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে মহান বিপ্লবী কর্মকাণ্ড চালু রাখেন। কাস্ত্রোর মহান বিপ্লবের পর কিউবার জাতি গঠনের এই দীর্ঘ সময়ে অনেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট দেশ শাসন করেছেন। তাদের সবাই ধারাবাহিকভাবে ফিদেল কাস্ত্রোকে উৎখাতের চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। এমনকি ৫০০ থেকে ৫৫০ বার সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র তার প্রাণনাশের চেষ্টা করেছে।

এসব অপতৎপরতা ও ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করেই বীরের বেশে এগিয়ে গেছেন মহানায়ক কাস্ত্রো। সমাজতান্ত্রিক জাতি পুনর্গঠন প্রক্রিয়া চালু রাখেন তিনি। তার প্রচেষ্টায় সামাজিক বিভিন্ন সূচকসহ উন্নয়ন সূচকে তৃতীয় বিশ্বে কিউবার অবস্থান ঊর্ধ্বমুখী। নানা বাধা মোকাবেলা করে প্রতি ঘরে ঘরে বিপ্লবী চেতনার আন্দোলন গড়ে তুলেছেন তিনি।

কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কিউবার স্বাস্থ্যসেবা বিশ্বমানের। নিজের অনুকরণীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ল্যাটিন আমেরিকাসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন। বিশেষ করে বিভিন্ন দুর্যোগে যেখানে অন্যরা সাড়া দিতে ভয় পায়, সেখানে গিয়ে নির্ভীক চিত্তে কিউবার ডাক্তাররা মানবতার জন্য কাজ করেছেন। কিউবার অপ্রচলিত ধারার বিপ্লবের পর কাস্ত্রো ও তার সহযোদ্ধাদের নেতৃত্বে জনগণের ভালোবাসায় এই বিপ্লব গোটা ল্যাটিন আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে নতুন মাত্রা সারা বিশ্বকে দেখিয়েছেন কাস্ত্রো। তার অন্যতম অবদান হচ্ছে সম্ভাব্য পারমাণবিক যুদ্ধের সংকট সমাধান। ৬০-এর দশকে কিউবায় সোভিয়েত ইউনিয়নের মিসাইল স্থাপনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারমাণবিক যুদ্ধের আশংকা তৈরি হয়। সে সময় ওই সংকট সমাধান করে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেন তিনি। কিউবাকে শিল্পে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে কাস্ত্রোর অবদান অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আড়াই থেকে তিন কোটি জনসংখ্যার দেশটিতে চিনি শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ প্রসার ঘটিয়েছেন তিনি। এই চিনি শিল্পের পাশাপাশি ছোট ছোট অনেক শিল্প তৈরি করেছেন। ৫ দশকের বেশি সময় ধরে কীভাবে সব ষড়যন্ত্র ও বাধা মোকাবেলা করে টিকে থাকা যায়— কাস্ত্রোর কিউবাকে অনুসরণ করে ব্রাজিল, নিকারাগুয়া, এলসালভেদরসহ ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের ছাত্র, তরুণ ও পেশজীবীরা এ ক্ষেত্রে সংগঠিত হয়েছে। তারা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে নেমেছে। এটি কাস্ত্রোর লড়াইয়েরই ফসল। ইরাক যুদ্ধ, আরব বিশ্ব, এশিয়া-আফ্রিকা, এমনকি ন্যামভুক্ত দেশগুলোসহ সারা বিশ্বে অনুপ্রেরণার উদাহরণ হিসেবে কাজ করেছেন কাস্ত্রো। আমাদের ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ফিদেল কাস্ত্রোর অবদান রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে সংহতি ও একাত্মতা প্রকাশের পাশাপাশি কিউবা রাজনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে আমাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। এটা মহান মুক্তিযুদ্ধে বড় ধরনের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। আদর্শগতভাবে সব সময় যুদ্ধের বিপক্ষে ছিলেন কাস্ত্রো ও তার সহযোদ্ধারা। তারা সব সময় নির্যাতিত মানুষদের পক্ষে ছিলেন। ফিলিস্তিনের জনগণের পক্ষে ছিলেন।

বর্তমান পোপ ফ্রান্সিস দু'বার কিউবা সফর করেছেন। অনেকে মনে করছেন, এর মধ্য দিয়ে কিউবায় যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা প্রভাবিত হবে। কিন্তু কিউবার বিপ্লবী সরকার পোপকে স্বাগত জানালেও নিজেদের বিপ্লবী অবস্থান পরিবর্তন করেনি। পোপ কিউবার সাফল্যে মুগ্ধ হয়েছেন। তাদের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেছেন।

৯০ বছর বয়সে কমরেড ফিদেল কাস্ত্রোর প্রয়ান ল্যাটিন শ্রমিক শ্রেণী, মুক্তিসংগ্রামে নিয়োজিত মানুষের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক। তারা এমন একজন নেতা হারিয়েছেন, যার ঘোষণা ছিল 'হয় বিপ্লব, না হয় মৃত্যু; হয় সমাজতন্ত্র নয় মৃত্যু'। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমরা মাও সেতুং ও হো চি মিনের পর সবচেয়ে বড় বিপ্লবের নায়ককে হারিয়েছি।

কিউবা একটি ছোট্ট রাষ্ট্র। কিন্তু দুর্যোগ মোকাবেলায় সেখানে অসাধারণ উপমা তৈরি করেছেন কাস্ত্রো। কীভাবে দুর্যোগের পূর্বপ্রস্তুতি, মানুষের প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি কমানো এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সমস্যার সমাধান ভালোভাবে করা যায় তার অনুসরণীয় উদাহরণ তৈরি করেছে বিপ্লবী কিউবা।

সাম্প্রতিককালে যখন কমরেড কাস্ত্রো আর কোনোভাবেই ক্ষমতা ধরে রাখতে চাচ্ছিলেন না, তখন নিজের উত্তরাধিকারী নির্বাচন করলেন আরেক বিপ্লবী রাউল কাস্ত্রোকে। ঘটনাচক্রে রাউল তারই ছোট ভাই। এজন্য আমাদের অনেক পত্র-পত্রিকা তার বিরুদ্ধে পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ তুলেছে; কিন্তু এটি কোনোভাবেই তা নয়। রাউল একজন সহযোদ্ধা হিসেবে সব সময় ফিদেলের সঙ্গে ছিলেন। এমনকি তার প্রথম ৮০ সহযোদ্ধার একজন রাউল। তিনি ফিদেলের কাছে পরিবার নয়, সহযোদ্ধা। তাছাড়া কংগ্রেসে আলোচনা করে রাউলকে ফিদেলের উত্তরাধিকারী নির্বাচন করা হয়।

ফিদেল ২০০৮ সালে ক্ষমতা ছাড়েন। তার কয়েক বছর পর যুক্তরাষ্ট্রের ওবামা প্রশাসন কিউবার সঙ্গে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। এটি সত্য, কিউবার জনগণ যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে বন্ধু মনে করে। তবে যুদ্ধবাজ, সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতাশালীরা কখনও সেটা চায়নি। আমি বিশ্বাস করি কাস্ত্রোর মৃত্যুর পর যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ কিউবার জনগণের স্বপ্নপূরণে পাশে থাকবে। বিপ্লব মরবে না।

সাইফুল হক : *সাধারণ সম্পাদক, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি*